BJS
BANGLADESH
JUBOSENA

প্রশ্ন- ১৪ ঃ মাসিক মদিনা মার্চ ২০০৩ সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠায় আঁবদুল্লাহ্ ইবনে সামছ ১৪ নম্বরে দাবী করেছে- *“নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কবরে বাতি জ্বালানো ও সিজদা করার উপর অভিশাপ করেছেন। তিনি কবর যিয়ারতকারী মেয়েলোক এবং যারা কবরের উপর মসজিদ, গম্বুজ বা কোব্বা নির্মাণ করে, তাদেরকে অভিশাপ করেছেন (আহমেদ)। তিনি নিষেধ করেছেন কবরকে পাকাপোক্ত ও শক্ত করে বানাতে, তার উপরে কোন রকম নির্মাণ কাজ করতে, তার উপর বসতে ও তার উপর কোন কিছু লিখতে (মুসলিম)। তিনি বলেছেন- আমার কবরকেন্দ্রে মেলা বসাবে না- (নাসাঈ, আবু দাউদ)। সুতরাং অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা হলে কি হতে পারে”?* এখন প্রশ্ন হলো- ইবনে সামছের এই প্রমান বিহীনদাবীগুলো কতটুকু সত্য?

ফতোয়া ঃ ইবনে সামছ ঈমানদার মুসলমানকে ধোকায় ফেলার জন্য চোখ বুঝে কতগুলো অবাস্তব ও অসত্য কথা তুলে ধরেছে। যেমন (১) কবরে বাতি জ্বালানো (২) কবরে সিজদা করা (৩) মহিলা যিয়ারতকারিনীর উপর লা’নত (৪) কবরের উপর মসজিদ, গম্বুজ বা কোব্বা নির্মাণ করা (৫) কবর পাকাপোক্ত করা ও তার উপর কিছু লিখা (৬) হুযুর (দঃ)-এর কবরকেন্দ্রে মেলা বসানো।

আবদুল্লাহ্ ইবনে সাম্ছ এই ছয়টি কাজকে হারাম ও নাজায়েয বলে দাবী করে শুধু চারটি হাদীস গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছে মাত্র- কিন্তু হাদীস উল্লেখ করেনি এবং হাদীসের ব্যাখ্যাকারী কোন ইমামের নামও উল্লেখ করেনি। এতেই বুঝা গেল, সে গদবাধা কিছু কথা বলেছে- এ সম্পর্কে তার পুর্ণ জ্ঞান নেই। এটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, কোন জিনিসকে হারাম, নাজায়েয, মাক্রূহ তাহরীমী, মাক্রূহে তানযিহী বা নিষিদ্ধ- এমন ধরনের কিছু বলতে হলে ইমামগণের দলীল পেশ করা জরুরী। তা না হলে তার কথা বাতিল বলে গণ্য হবে। ইহাই ফতোয়ায়ে শামীর সিদ্ধান্ত। দলীল উল্লেখ না করে কোন কিছুকে হারাম বলাই হারামীপনা কাজ। সুতরাং, ইসলামী বিধান মতে তার কথা বাতিল হয়ে গেলো।

এবার আসুন- শরিয়তের ইমামগণ ঐ ৬টি বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে কি ফতোয়া দিয়েছেন- তা ধারাবাহিকভাবে জানা যাক-

(১) কবরে বাতি জ্বালানো প্রসঙ্গে

(ক) ফতোয়া শামীর লেখক আল্লামা ইবনে আবেদীন -এর ওস্তাদ ও মুজতাহিদ আল্লামা আবদুল গনী নাবলুসী রহমতুল্লাহি আলাইহি (ফিলিস্তিন) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হাদিকাতুন নাদিয়াতে কবরে বা মাযারে বাতি জ্বালানো জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন-

اِخْرَاجُ الشُّمُوْعِ اِلَى الْقُبُوْرِ بِدْعَةٌ وَاِتْلَافُ مَالٍ كَذَا فِى
الْبَزَّازِيَّةِ- وَهٰذَا اِذَاخَلَا عَنْ فَائِدَةٍ وَاَمَّا اِذَا كَانَ مَوْضَعُ
الْقُبُوْرِ مَسْجِدًا اَوْعَلٰى طَرِيْقٍ اَوْ كَانَ هُنَاكَ اَحَدٌ جَالِسٌ
اَوْكَانَ قَبْرُ وَلِيٍّ مِّنَ الْاَوْلِيَاءِ اَوْعَالِمٍ مِّنَ الْمُحَقِّقِيْنَ تَعْظِيْمًا
بِرُوْحِهِ الْمُشْرِفَةِ عَلٰى تُرَابِ جَسَدِهٖ كَاِشْرَاقِ الشَّمْسِ عَلَى
الْاَرْضِ اِعْلَامًا لِّلنَّاسِ اَنَّهُ وَلِيٌّ لِيَتَبَرَّكُوْا بِهٖ وَيَدْعُوا اللّٰهَ
تَعَالٰى عِنْدَهُ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فَهُوَ اَمْرٌ جَائِزٌ لَامَانِعَ مِنْهُ
فَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -

অর্থাৎ- বাযযাযিয়া নামক ফিকাহ গ্রন্থে “কবরে বাতি জ্বালানো বিদআত ও অপব্যয়”- বলে যা উল্লেখিত হয়েছে- তার ব্যাখ্যা হচ্ছে- বাতি জ্বালানো তখনই বিদআত ও অপব্যয় বলে গণ্য হবে- যখন বাতি নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন ফায়দা বা উপকার না থাকে। কিন্তু যদি ফায়দা থাকে- যেমন, (১) যদি কবরের নিকট মসজিদ থাকে, (২) কবর যদি চলাচলের রাস্তার উপর হয় (৩) যদি কবরের পার্শে কোন যিয়ারতকারী লোক বসা থাকে (৪) কবর যদি কোন অলী আল্লাহ্‌র বা কোন গভীর জ্ঞানসম্পন্ন মুহাক্কিক আলেমের মাযার হয়- (যাদের পবিত্র আত্মা সমূহ জগত আলোকময়ী সূর্যের মত কবর রৌশনকারী), তাহলে তাঁদের প্রতি তাযিমও সম্মান প্রদর্শনার্থে মাযার আলোকিত করা জায়েয। আর এই বাতি জ্বালানোর দ্বারা লোকদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রিয় অলী বা বন্ধু। তাঁদের থেকে বরকত লাভ করা উচিত এবং তাঁদের মাযারে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করলে তা সহজে কবুল হয়। এই

উদ্দেশ্যে এবং প্রথম তিন কারণে মাযারে বা কবরে বাতি জ্বালানো ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক জায়েয- এতে নিষেধাজ্ঞার কিছুই নেই। কেননা, হাদীসে উল্লেখ আছে- **“ইন্নামাল আ’মালু বিন্ নিয়্যাত”** অর্থাৎ- নিয়ত অনুযায়ীই কর্মফল নির্ধারিত হয়ে থাকে”। (হাদিকাতুন নাদিয়া)।

-উক্ত দলীল দ্বারা বুঝা গেল- মাযারে বাতি জ্বালানো জায়েয এবং এতে ফায়দাও আছে। শরিয়তের ব্যাখ্যাদাতা আল্লামা নাবলুসীর মত একজন মুজতাহিদের ফতোয়ার মোকাবেলায় আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছের মত একজন সাধারন মানুষের কথার কি মূল্য আছে ? দেওবন্দী হলে তো এমনিতেই বাতিল।

(খ) মিশরের প্রসিদ্ধ হানাফী মুফতী আল্লামা আবদুল কাদের (রহঃ) রচিত “তাহ্‌রীরুল মুখতার” নামক গ্রন্থের প্রথম খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

وَكَذَا (اَمْرٌ جَائِزٌ) اِيْقَادُ الْقَنَادِيْلِ وَالشَّمْعِ عِنْدَ قُبُوْرِ الْاَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ مِنْ بَابِ التَّعْظِيْمِ وَالْاِجْلَالِ اَيْضًا- فَالْمَقْصَدُ فِيْهَا مَقْصَدٌ حَسَنٌ- وَنَذْرُ الزَّيْتِ وَالشَّمْعِ لِلْاَوْلِيَاءِ يُوْقَدُ عِنْدَ قُبُوْرِهِمْ تَعْظِيْمًا لَّهُمْ وَمَحَبَّةً فِيْهِمْ جَائِزٌ اَيْضًا- لَايَنْبَغِى النَّهْىُ عَنْهُ-

অর্থাৎ- “অনুরূপভাবে আউলিয়ায়ে কেরামও নেককার বুযুর্গ ব্যক্তিদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনার্থে তাঁদের মাযারে ঝালরবাতি ও মোমবাতি জ্বালানো সম্পুর্ণ জায়েয। কেননা, একাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে মহৎ। এছাড়াও- আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে জ্বালানোর উদ্দেশ্যে মোমবাতি ও তৈলের মানত করাও জায়েয- কেননা এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি সম্মান ও মহব্বৎ প্রদর্শন করা। একাজে নিষেধ করা বা বাধা দেয়া অনুচিৎ”। (তাহরীরুল মুখতার ১ম খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠা)

(গ) বাস্তব ক্ষেত্রে সমগ্র উম্মতের আমল দ্বারাও মাযারে বাতি জ্বালানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মোবারক, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ও হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, হযরত ইউনুছ

আলাইহিস সালাম, হযরত শিষ আলাইহিস সালাম, হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালাম, হযরত জরজীস আলাইহিস সালাম, হযরত আইউব আলাইহিস সালাম, হযরত সালেহ ও হযরত হুদ আলাইহিমাস সালামগনের রওযাতে সদা-সর্বদা বাতি জ্বালানো থাকে। জর্দানে হযরত মূছা আলাইহিস সালাম ও হযরত ইউশা ইবনে নূন আলাইহিস সালামের মাযারেও বাতি জ্বালানো হয়।

এছাড়া হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং শহীদানে কারবালা, হযরত গাউসুল আযম, হযরত ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মূছা কাযেম, হযরত সালমান ফারছী (রাঃ), হযরত জাবের (রাঃ), হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ), ইমাম গাযযালী, হযরত মারূফ কারাখী, হযরত সিররি সাক্তী, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী, শেখ শিবলী, হযরত বাহলুল দানা, হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত হাসান আসকারী (রাঃ) প্রমূখ সাহাবী ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার সমূহে প্রতিনিয়ত নিয়মিতভাবে বাতি জ্বালানো হয়। পাক ভারতের হযরত দাতাগঞ্জ বখ্শ (রহঃ), হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তি আজমেরী (রহঃ), হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহঃ), হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া (রহঃ) সহ সর্বত্রই তাঁদের সম্মানার্থে বাতি জ্বালানো হয়। এসব বাস্তব শরিয়তসম্মত কাজকে হারাম ও নাজায়েয বলা একমাত্র বাতিল ফের্কা ওহাবীদের কাজ। সউদী সরকার বিগত ৭৫ বৎসর যাবৎ সরকারী ফরমান বলে তথাকার মাযার সমূহ ধবংস করে দিয়ে সেখানে বাতি জ্বালানো বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের এহেন ধৃষ্ঠতাপূর্ণ কাজকে কেউ দলীল হিসাবে পেশ করলে সেও বাতিলপন্থী বলে গণ্য হবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছ তাদেরই অনুসারী বলে মনে হয়। বাতিলপন্থীর কথাও বাতিল। অধিক জানতে হলে আল বাছায়ের গ্রন্থ এবং ফতোয়ায়ে আযিযী দেখুন।

(২) কবরে সিজদা করা প্রসঙ্গে

আবদুল্লাহ্ ইবনে সাম্ছ শুধু কবরে সিজদা করাকে হারাম বলেছেন। তার কথায় বুঝা যায়- কবরে সিজদা না করে জীবিত অবস্থায় সিজদা করলে তা দুরস্ত হবে। আসলে কোন সিজদাই জায়েয নেই। সিজদা দুই প্রকার। যথা- (১) ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করা (২) তাযিমার্থে সিজদা করা। ইবাদতী সিজদা শিরক এবং তাযিমী সিজদা কবিরা গুনাহ্। ইহা শরিয়তে মোহাম্মদীর বেলায় প্রযোজ্য।

BJS
BANGLADESH
JUBOSENA

পূর্ববর্তী নবীগনের শরিয়তে সম্মানার্থে সিজদা করা মোবাহ্ বা জায়েয ছিল। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতামাতা ও আপন ভাইয়েরা তাঁকে তাযিমী সিজদা করেছিলেন। হযরত ইছা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ইহা জায়েয ছিল। আমাদের শরীয়তে হাদীসের মাধ্যমে ইহা হারাম করা হয়েছে। সিজদার পরিবর্তে সালাম প্রথা চালু হয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পশুরা সিজদা করতো । এ অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও অন্যান্য সাহাবীগণ (রাঃ) আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ! বনের পশুরা আপনাকে সিজদা করে- অথচ তারা বিবেকহীন। আমরা তো বিবেকবান। আমাদের তো আপনাকে তার আগেই সিজদা করা উচিৎ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তদুত্তরে এরশাদ করলেন-

لَوْاَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ اِمْرَأَةً اَنْ تَسْجُدَ زَوْجَهَا (مِشْكٰوةْ وَتَاتَارْخَانِيَّةَ وَرَدُّالْمُحْتَارُ)

অর্থাৎ- “যদি আমি কোন ব্যক্তিকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদা করার জন্য” (মিশকাত, ফতোয়া তাতারখানী ও রদ্দুল মোহতার)।

টীকা ঃ তাযিমী সিজদার মাসআলা

(ক) ফতোয়া শামীতে উল্লেখ আছে-

اِخْتَلَفُوْا فِيْ سُجُوْدِ الْمَلَائِكَةِ قِيْلَ كَانَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالتَّوَجُّهُ اِلٰى اٰدَمَ تَشْرِيْفًا كَاِسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَقِيْلَ بَلْ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ وَالْاِكْرَامِ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْاَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (تَاتَارْخَانِيَّةٌ) قَالَ فِيْ تَبْيِيْنِ الْمَحَارِمِ وَالصَّحِيْحُ الثَّانِيُّ وَلَمْ يَكُنْ عِبَادَةً لَّهٗ بَلْ تَحِيَّةً وَّاِكْرَامًا وَلِذَا اِمْتَنَعَ عَنْهُ اِبْلِيْسُ وَكَانَ جَائِزًا فِيْمَا مَضٰى كَمَا فِيْ قِصَّةِ يُوْسُفَ –

অর্থাৎ– ফিরিস্তাদের সিজদার প্রকৃতি সম্পর্কে তাফসীর বিশারদগণের মধ্যে দুইটি মতবাদ রয়েছে। একটি হলো- সিজদা ছিল আল্লাহর উদ্দেশ্যে, আর আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন ক্বিবলা স্বরূপ- যেমন আমরা নামাযের সিজদা দেই আল্লাহ্‌কে এবং মুখ করি কা'বার দিকে। দ্বিতীয় মতবাদ হলো- ফিরিস্তাদের সিজদা ছিল হযরত আদম আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্যেই- তবে ইবাদতের নিয়তে নয়- বরং তাযিম ও সম্মানার্থে। এই তাযিমী সিজদা আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ ও বাতিল ঘোষিত হয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীসের মাধ্যমে। হাদীসখানা হলো- "আমি যদি কাউকে (তাযিমী) সিজদা করার আদেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীকে আদেশ করতাম স্বামীকে সিজদা করার জন্য" (তাতারখানীয়া)। তাবয়ীনুল মাহারেম গ্রন্থে এই দ্বিতীয় মতবাদটিকেই বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ– হযরত আদম (আঃ) কেই সিজদা করা। ইহা ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছিলনা– বরং তাযিম ও সম্মানের উদ্দেশ্যে ছিল। এজন্যই ইবলিছ সিজদা করা থেকে বিরত ছিল। প্রথম মতবাদ অনুযায়ী যদি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজদার নির্দেশ হতো, আর হযরত আদমকে (আঃ) বানানো হতো ক্বিবলা স্বরূপ- তাহলে ইবলিছের সিজদা না করার কোন কারণ ছিল না। এই তাযিমী সিজদা বিগত শরিয়তে বৈধ ছিল- যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনার দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়" (শামী)।

(খ) ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

وَمَنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ اَوْقَبَّلَ وَجْهَ الْاَرْضِ
بَيْنَ يَدَيْهِ لَايَكْفُرُ وَلٰكِنْ يَأْثِمُ لِاِرْتِكَابِهِ الْكَبِيْرَةَ–هُوَالْمُخْتَارُ-

অর্থাৎ– "কোন ব্যক্তি যদি বাদশাহ্‌র পায়ে সম্মানার্থে সিজদা করে অথবা তাঁর সম্মানে ভূমি চুম্বন করে, তাহলে কাফের হবে না- বরং কবিরা গুনাহে গুনাহ্‌গার হবে। ইহাই সর্বজন গৃহীত চূড়ান্ত ফতোয়া" (আলমগীরী)।

(গ) খাযানাতুর রিওয়ায়াত গ্রন্থে তাযিমী সিজদা সম্পর্কে উল্লেখ আছে-

قَالَ الْفَقِيْهُ اَبُوْ جَعْفَرَ مَنْ قَبَّلَ الْاَرْضَ بَيْنَ يَدَيِ السُّلْطَانِ

اَوْ اَمِيْرٍ اَوْ سَجَدَ لَهُ فَاِنْ كَانَ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَايُكْفَرُ وَلٰكِنْ يَّكُوْنُ اٰثِمًا مُّرْتَكِبًا لِّلْكَبِيْرَةِ –

অর্থাৎ– **“ফকিহ্ আবু জাফর বলেছেন- কোন ব্যক্তি যদি বাদশাহ্ অথবা শাসন কর্তার সম্মুখে ভূমি চুম্বন করে– অথবা তাকে সিজদা করে-তা হলে যদি সে সম্মানের উদ্দেশ্যে সিজদা করে থাকে, তাহলে কাফের বা মুশরিক হবে না। কিন্তু কবিরা গুনাহ্র কারণে শক্ত গুনাহ্গার হবে”** (খাযানাতুর রিওয়ায়াত)

(ঘ) ফতোয়ায়ে শামীতে যায়লায়ী গ্রন্থের উদ্ধৃতি-

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَذَكَرَ صَدْرُ الشَّهِيْدِ اَنَّهُ لَايُكْفَرُ بِهٰذَا السُّجُوْدِ لِاَنَّهُ يُرِيْدُ بِهِ التَّحِيَّةَ -

অর্থাৎ– **“ইমাম যায়লায়ী তাঁর গ্রন্থে বলেছেন- সাদরুস শহীদ এ কথা বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন যে, তাযিমী সিজদার দ্বারা কেউ কাফের হয়না। কেননা, সে তাযিম ও সম্মানের উদ্দেশ্যে সিজদা করেছে”।**

-উপরোক্ত ৪টি দলীল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তাযিমী সিজদা হারাম ও কবিরা গুনাহ্- কিন্তু শির্ক নয়। আশ্রাফ আলী থানবী সর্ব প্রকার সিজদাকে বলেছে শির্ক ও কুফরী এবং কিছু গোমরাহ্ লোক বলেছে মোবাহ্ ও জায়েয। তারা উভয়েই গোমরাহ্ ও পথভ্রষ্ট। আবদুল্লাহ্ ইবনে সাম্ছ শুধু কবরের সিজদাকে হারাম বলে হয়েছে আরো ভ্রান্ত।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কিছু লোক কদম চুম্বন ও মাযার চুম্বনকে সিজদা বলে অভিহিত করে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কেননা, সাহাবীগণ রাসুলে পাকের কদমে মুখ লাগিয়ে চুম্বন করতেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) নবীজীর রওযা মোবারকে চিবুক লাগিয়ে পড়ে থাকতেন (আদিল্লাতু আহ্লিছ ছুন্নাত- ইউসুফ রেফায়ী)।

(৩) মহিলা যিয়ারতকারিনী প্রসঙ্গে

কবর, মাযার ও রওযা মোবারক সমূহ যিয়ারত করা সুন্নাত। এই সুন্নাত পুরুষদের বেলায় নিঃশর্তভাবে এবং মহিলাদের বেলায় কিছু বাধ্যবাধ্যকতা ও শর্ত সাপেক্ষে সুন্নাত। নারীর বেলায় শর্ত হলো- পর্দা করে এবং পৃথক স্থানে বসে

যিয়ারত করা, ঘনঘন ও মাত্রাতিরিক্ত যিয়ারত না করা এবং চিৎকার করে কান্নাকাটি না করা- বরং নীরবে ও নিঃশব্দে চোখের পানি ফেলা এবং ধৈর্য্য ধারন করা। আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছ একটি বৈধ কাজকে অবৈধ বলে শরিয়তের উপর মস্ত বড় যুলুম করেছে এবং হাদীসের খেলাফ করেছে। এবার শুনুন- মহিলাদের কবর যিয়ারতের দলীল সমূহ।

১নং দলীল ঃ মিশকাত শরীফ যিয়ারাতুল ক্বুবুর অধ্যায়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ-

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ- اَلَا فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ (مُسْلِمٌ)

অর্থাৎ- "আমি ইসলামের প্রাথমিক যুগে তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে তোমরা (নারী পূরুষ নির্বিশেষে) কবর যিয়ারত করো- কেননা, ইহা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়" (মুসলিম শরীফ)।

-ইসলামের প্রাথমিক সময়ে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ হওয়ার একাধিক কারণ মোহাদ্দেসীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন। প্রথম কারন হলো- তখনও কবর যিয়ারত সম্পর্কে কোন অহী নাযিল হয়নি। দ্বিতীয় কারণ হলো- মক্কী যিন্দেগীতে মুসলমান ও মুশরিকগণকে একই কবরস্থানে দাফন করা হতো। মদিনী যিন্দেগীতে মুসলমানদের পৃথক কবরস্থান করা হয়। তৃতীয় কারণ হলো- ইসলামের প্রাথমিক যুগ জাহেলিয়তের নিকটবর্তী হওয়াতে মুশরিকদের আচরনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ন হওয়ার আশংকা ছিল। মদিনী যিন্দেগীতে ওহীর মাধ্যমে কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করা হয়। হাদীসের প্রথম অংশ হলো মক্কী জীবনের নিষেধাজ্ঞামূলক এবং দ্বিতীয় অংশ হলো মদিনী জীবনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও অনুমতিসূচক। আরবী রীতি অনুযায়ী প্রথম অংশকে বলা হয় মানছুখ বা রহিত করন এবং দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় নাছেখ বা রহিতকারী- যার উপর আমল করতে হবে।

উক্ত হাদীসে কয়েকটি বিষয় সুপ্রমাণিত। যথাঃ-

(ক) لَافَزُوْرُوْهَا। শব্দটি দ্বারা নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল মোমেন নরনারীকে

কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে (আইনী-শরহে বোখারী)।

(খ) হাদীসখানায় দূরত্বের কোন উল্লেখ নেই। কাজেই নিকটের বা দূরের-যেকোন কবর বা মাযারের যিয়ারতের জন্য সফর করাও সুন্নাত। বাংলাদেশ থেকে নিয়ত করে আজমীর শরীফ, বাগদাদ শরীফ, মদিনা শরীফ বা বায়তুল মোকাদ্দাসের মাযার সমূহ যিয়ারতের নিয়তে সফর করা জায়েয।

২নং দলীল ঃ সিরাজুল ওহহাজ নামক ফেকাহ্ গ্রন্থে নারীদের যিয়ারত জায়েয সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে -

وَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ لِلْاِعْتِبَارِ وَالتَّرَحُّمِ وَالتَّبَرُّك بِزِيَارَة الصَّالِحِيْنَ مِنْ غَيْرِ مَايُخَالِفُ الشَّرْعَ فَلَا بَأْسَ بِهٖ اِذَاكُنَّ عَجَائِزُ وَكُرِهَ لِلشَّابَّاتِ لِحُضُوْرِهِنَّ فِى الْمَسَاجِدِ لِلْجَمَاعَاتِ الْخَمْسَةِ- وَحَاصِلُهٗ اَنَّ مَحَلَّ الرُّخْصَةِ لَهُنَّ اِذَاكَانَتِ الزِّيَارَةُ عَلٰى وَجْهٍ لَيْسَ فِيْهِ فِتْنَةٌ- وَالْاَصَحُّ اَنَّ الرُّخْصَةَ ثَابِتَةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِاَنَّ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَزُوْرُ قَبْرَ حَمْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَزُوْرُ قَبْرَ اَخِيْهَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِمَكَّةَ- ذَكَرَهُ بَدْرُ الدِّيْنِ الْعَيْنِىُّ فِىْ شَرْحِ الْبُخَارِىِّ-

অর্থাৎ- সিরাজুল ওহহাজ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে- "বুযুর্গানেদ্বীনের মাযার যিয়ারতের মাধ্যমে পরকালীন জীবনের জন্য উপদেশ গ্রহণ, কবরবাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে যদি গমন করা হয় এবং শরিয়ত পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত না হয়, তা হলে বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য নিঃশর্তে জায়েয এবং যুবতী মহিলাদের বেলায় মাকরূহ সহ জায়েয। যেমন- মসজিদে পাঞ্জেগানা জামাতের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধা মহিলাদের যাওয়া জায়েয- কিন্তু যুবতী মহিলাদের যাওয়া মাকরূহ। মোদ্দা কথা হলো- কোন প্রকার ফিতনার

BANGLADESH JUBOSENA

আশংকা না থাকলে মহিলাদেরও যিয়ারতে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। অধিক সহীহ রেওয়ায়াত মোতাবেক নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই কবর যিয়ারতে গমন করা সাধারণভাবে বৈধ। কেননা, মহিলাকুল শিরোমনি খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা প্রতি জুমার দিনে মদিনা শরীফ হতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে হযরত আমির হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাযার শরীফ যিয়ারত করার জন্য গমন করতেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা মদিনা শরীফ হতে ৫০০ কিঃ মিঃ দূরে মক্‌কা মোয়ায্‌যমায় অবস্থিত আপন ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র মাযার যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করতেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) শরহে বোখারীতে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন" (সিরাজুল ওহ্‌হাজ)।

-এখন আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছকে জিজ্ঞাসা করি- হাদীসের মর্ম আপনি বেশী বুঝেন- নাকি আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ)?

টীকা ঃ একটি হাদীসের অপব্যাখ্যার জবাব

কেউ কেউ একখানা হাদীসের অপব্যাখ্যা করে বলে- যেমন বলেছে ইবনে সামছ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ –

উক্ত হাদীসখানার বিকৃত অর্থ করে তারা বলেছে- "নবী করিম (দঃ) কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন"। তাদের এ অপব্যাখ্যার জবাব হলো- তারা অর্থের মধ্যে বিকৃতি ঘটিয়েছে। প্রকৃত অর্থ হবে- "ঘনঘন অধিক যিয়ারতকারিনী মহিলাদের উপর রাসুল (দঃ) অভিসম্পাত করেছেন"। মোহাদ্দেসীনে কেরাম– বিশেষ করে মোল্লা আলী ক্বারী মিরকাতে এবং আল্লামা মানাভী তাইছির কিতাবে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। নবীজী সাধারণ যিয়ারতকারিনীদের উপর লানত বা অভিসম্পাত করেন নি। সেজন্যই মোবালাগার সিগা زُوَّارَاتٌ ব্যবহার করা হয়েছে- কিন্তু زَائِرَاتٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। زَائِرَاتٌ অর্থ হলো –সাধারন যিয়ারতকারিনী এবং زُوَّارَاتٌ অর্থ হলো– ঘনঘন যিয়ারতকারিনী। যদি সকল মহিলাদের জন্য

অভিসম্পাত করতেন- তাহলে হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) কি করে ওহোদে ও মক্কায় গিয়ে যিয়ারত করতেন? বুঝা গেল- ওহাবীরা হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আইনী ও সিরাজুল ওহহাজ গ্রন্থদ্বয়ের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত। এই সিদ্ধান্তের উপর অন্য কোন সিদ্ধান্ত হতে পারেনা। (দেখুন আল বাছায়ের ও গাউসুল ইবাদ গ্রন্থদ্বয়- ইস্তাম্বুল ছাপা)। সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেলো- আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছ হাদীসের দোহাই দিয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। সাধারণ সরল মানুষ কি করে তার এই জালিয়াতি ও প্রতারনা ধরতে পারবে? মুহাক্কিক ও সচেতন আলেম ছাড়া সাধারন আলেমও তাদের ধোকাবাজী ধরতে পারবেনা। দলীল হলেন আইনী (রহঃ)– ইবনে সামছ নয়।

(৪) কবরের উপর মসজিদ, গম্বুজ বা কোববা তৈরী করা প্রসঙ্গে

ইবনে সামছ ১৪ নম্বরে কবরের উপর মসজিদ, গম্বুজ ও কোব্বা নির্মাণ করাকে চোখ বন্ধ করে হারাম বলেছে এবং ইমাম আহমেদ-এর হাওয়ালা দিয়েছে- কিন্তু এবারত উল্লেখ করেনি। সুতরাং, তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

এবার আসুন দেখি- কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ, গম্বুজ নির্মান বা কোব্বা নির্মাণ সম্পর্কে শরিয়ত কি বলে?

(১) কোরআন মজিদে সূরা কাহাফে আসহাবে কাহাফের মাযারের উপর বা পার্শদেশে মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا–
رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ– قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ
عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا–

অর্থাৎ– "হে প্রিয় হাবীব! আপনি স্মরণ করুন– যখন আসহাবে কাহাফের ব্যাপারে মোমেন ও কাফেররা পরস্পর বিতর্ক করছিল– তখন কাফেররা বললো– তাঁদের কবরের উপর কোব্বা বা সৌধ নির্মাণ করো। তাদের পালনকর্তাই তাঁদের বিষয়ে ভাল জানেন। আসহাবে কাহাফের বিষয়ে যাদের (মুমিনদের) মতামত প্রবল হলো– তারা বললো– আমরা তাঁদের মাযারের

BJS
BANGLADESH
JUBOSENA

উপর অবশ্যই একটি মসজিদ নির্মাণ করবো” (সূরা কাহাফ ২১ আয়াত)।

-উক্ত আয়াতের দ্বারা অলী- আল্লাহগণের মাযারের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা এবং মাযারকে ঘিরে মসজিদ তৈরী করা জায়েয বলে প্রমানিত হলো।

তাফসীরে সাভীতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে- “আসহাবে কাহাফ হযরত ইছা আলাইহিস সালামের বুযুর্গ উম্মত ছিলেন। হযরত ইছা আলাইহিস সালামের অন্তর্ধানের দুইশত বৎসর পরে দাক্ইয়ানুস নামক যালেম ও কাফের বাদশাহ্র ভয়ে ৭ জন অলী-আল্লাহ তাঁদের কুকুর সহ তরসুস শহরের একটি পাহাড়ের বৃহৎ গুহায় আত্মগোপন করেন। তাঁরা নিদ্রাবস্থায় তিনশত নয় বৎসর কাটিয়ে দেন। এরপর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে ঈমানদার বাদশাহ বিত্রুস-এর যুগ পান। তারপর ঐ গুহাতেই তাঁরা মৃত্যু বরণ করেন এবং ঐ গুহাতেই তাঁদের মাযার হয়। ঐ সময়ের লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়- একদল কাফের এবং অন্যদল মোমেন। কাফের ও মুমিন উভয় দলই আসহাবে কাহাফ-এর মাযার সম্বন্ধে বিতর্ক শুরু করে। কাফেরদল বললো- আমরা আমাদের নিয়মে মাযারের উপর কোব্বা বা সৌধ নির্মাণ করে পূজা অর্চনা করবো– যা তাদের মাযারকে গোপন করে রাখবে। অপরদিকে মুমিনদল বললো- আমরা মাযারকে কেন্দ্র করে ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবো। অবশেষে মুমিনরাই জয়যুক্ত হয়ে মাযারে মসজিদ নির্মাণ করলো এবং তাতে নামায আদায় করতে লাগলো” (তাফসীরে জালালাইন ও তাফসীরে সাভী সূরা কাহাফ আয়াত নং ২১)।

জামাতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাওলানা আবদুর রহিম তার ‘আসহাবে কাহাফ’ বইয়ে এই মসজিদ তৈরীর ঘটনা স্বীকার করে লিখেছেন- “আসহাবে কাহাফের মাযারে মসজিদ তৈরী করা ও তাতে নামায আদায় করার বিষয়টি স্বতন্ত্র ঘটনা। অন্য মাযারে মসজিদ তৈরী করা জায়েয নয়”।

আল্লাহ পাক এই ঘটনা প্রশংসা সহ বর্ণনা করেছেন। তাই এটি ইসলামের দলীল। বিপথগামীদের আল্লাহ্ হেদায়াত নসীব করুন।

(৫) কবর পাকাপোক্ত করা এবং তার ওপর কিছু লিখা প্রসঙ্গে

আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারের উপর ছাদ বা গম্বুজ নির্মান করা ও মাযার পাকা করা শরিয়ত মোতাবেক জায়েয। আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছের ১৪নং দাবী সত্য নয়। সে কোন দলীল উদ্ধৃত না করে মানুষকে ধোকায় ফেলেছে। তার খন্ডনে

নিম্নোক্ত অকাট্য দলীলসমূহ পেশ করা হলো।

১নং দলীল ঃ সূরা কাহাফের ২১নং আয়াতে সাতজন আসহাবে কাহাফের মাযার পাকাপোক্ত করে তথায় নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আসহাবে কাহাফ ছিলেন আউলিয়া। তাঁদের মাযারে মসজিদ নির্মাণ করার উল্লেখ করে আল্লাহ পাক সূরা কাহাফে এরশাদ করেন- যা একটু আগেই উল্লেখ করেছি।

اِذْ يَتَنَا زَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا + رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ + قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا -

অর্থাৎ- **“হে প্রিয় হাবীব! আপনি আসহাবে কাহাফের বিষয়টি স্মরণ করুন- যখন আসহাবে কাহাফের মাযারের ব্যাপারে লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্ক করছিলো। কাফের দল বলেছিলো- আমরা তাঁদের মাযারের উপর কোব্বা বা গম্বুজ নির্মাণ করবো– যা তাঁদের মাযারকে গোপন করে রাখবে। তাদের পালনকর্তাই তাঁদের সম্পর্কে সর্বজ্ঞানী। আর মোমেনদল- যারা আসহাবে কাহাফের মাযারের ব্যাপারে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো- তাঁরা বললো- আমরা অবশ্যই তাঁদের মাযারের উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করে নামায পড়বো ও ইবাদত করবো”** (তাফসীরে জালালাইন ও তাফসীরে সাভী)।

-উক্ত আয়াতে আসহাবে কাহাফের উল্লেখ থাকলেও সকল অলীগণের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। উসুলে তাফসীরের বিধান অনুযায়ী শানে নুযুল খাস হলেও হুকুম আম হয়ে থাকে- যা সকল অলীর বেলায়ই প্রযোজ্য। পূর্ববর্তী শরিয়াতের কোন ঘটনা যদি প্রশংসার সাথে কোরআনে বর্ণিত হয় এবং সুনির্দিষ্ট কোন হাদীস দ্বারা যদি তার বিপরীত কোন নিষেধাজ্ঞা না আসে- তাহলে তা আমাদের শরিয়তেও বহাল থাকবে। সুতরাং অলীগণের মাযার পাকা করা ও মাযারকে কেন্দ্র করে মসজিদ নির্মাণ করার বৈধতা উক্ত আয়াতের দ্বারাই সুপ্রমাণিত। (তাফসীরে রুহুল বয়ান উক্ত আয়াত)।

২নং দলীল ঃ ফিকাহ্‌র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুররে মোখতার জানাযা অধ্যায়ে মাযারের

উপর গম্বুজ নির্মাণ করা প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে-

وَلَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ وَقِيْلَ لَابَأْسَ بِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ –

অর্থাৎ- **"কোন কোন মতে মাযারের উপর ইমারত বা গম্বুজ নির্মাণ করা অনুচিত। কিন্তু অন্য একটি মতে মাযারের উপর ইমারত নির্মাণ করা দোষনীয় নয়- মাকরূহ্ হওয়া তো দূরের কথা। ইহাই ফতোয়া হিসাবে গৃহীত"** (দুররে মোখতার– জানাযা অধ্যায়)।

৩নং দলীল ঃ জগত বিখ্যাত ফতোয়ায়ে শামী প্রথম খন্ড (মিশরে মূদ্রিত) ৯৩৭ পৃষ্ঠায় মাযারের উপর গম্বুজ বা ছাদ নির্মানের বৈধতার উল্লেখ করে পরিস্কার করে বলা হয়েছে–

وَفِى الْاَحْكَامِ عَنْ جَامِعِ الْفَتَاوٰى وَقِيْلَ لَايُكْرَهُ الْبِنَاءُ اِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَا لسَّادَاتِ –

অর্থাৎ– **"জামেউল ফতোয়ার বরাতে 'আহকাম' নামক গ্রন্থে এ মর্মে ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে যে, যদি মৃত ব্যক্তি পীর-অলী, উলামা অথবা সাইয়েদ হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের মাযারের উপর পাকা ইমারত নির্মাণ করা বিনা মাকরূহ্‌তেই জায়েয"** (ফতোয়া শামীঃ ৯৩৭ পৃঃ)।

উক্ত ফতোয়া অনুযায়ী আউলিয়া, উলামা, সাইয়েদগণের মাযারের উপর ইমারত নির্মাণ করা নিঃসন্দেহে জায়েয বলে প্রমাণিত হলো। ইহার ওপরই আমল করা হচ্ছে।

৪নং দলীল ঃ বিখ্যাত তাফসীরে রুহুল বয়ান ৮৭৯ পৃষ্ঠা ও মাজমাউল বিহার ৩য় খন্ড ১৮৭ পৃষ্ঠায় কোব্বার বৈধতা সম্পর্কে উল্লেখ আছে-

وَقَدْ اَبَاحَ السَّلَفُ اَنْ يُّبْنٰى عَلٰى قُبُوْرِ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ الْمَشَاهِيْرِ لِيَزُوْرَ النَّاسُ وَيَسْتَرِيْحُوْنَ فِيْهِ –

অর্থাৎ– **"ইসলামের প্রথম যুগের উলামাগণ পীর মাশায়েখ ও বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের মাযারের উপর ইমারত নির্মাণ করা ও তাতে বিশ্রাম নেওয়াকে মোবাহ্ ও জায়েয বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন"**। (তাফসীরে রুহুল বয়ান)

উল্লেখ্য যে, সালাফ বলা হয়- সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনগণকে। তাঁদের পরবর্তীযুগের মুফতীগণকে বলা হয় খালাফ। সুতরাং, পূর্ববর্তীযুগেই মাযারে ইমারত নির্মাণকে মোবাহ্ ও বৈধ বলা হয়েছে। বর্তমান যুগের ওহাবী দেওবন্দীরা সালাফও নয়- খালাফও নয়। ইবনে সামছের মত লোকেরতো হিসাবই নেই- তাদের কথার কি মুল্য থাকতে পারে?

৫নং দলীল ঃ পাক ভারত উপমহাদেশের সর্বজন স্বীকৃত আলেম শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব-(উর্দূ সংস্করণ)–এ উল্লেখ করেছেন-

مزارات پر قبه بنانا صحابه وسلف صالحین سے ثابت ہے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رض نے اورانکے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رح نے حضور علیه الصلوة والسلام کے روضهء اطهر پرمکان اور عالی شان گنبد بنایاہے -

অর্থাৎ– **“মাযার সমূহের উপর ইমারত ও কোব্বা নির্মাণ করা সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী যুগের সাল্ফে সালেহীনদের কর্মের দ্বারা সুপ্রমাণিত। যেমন, সর্বপ্রথম হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং পরবর্তী উমাইয়াযুগের খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিয (রহঃ) ৮৬ হিজরীতে হুযুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের রওযায়ে আত্হারের উপর ইমারত ও আলীশান গম্বুজ নির্মান করেছিলেন”** (জযবুল কুলুব)।

-উল্লেখ্য যে, রওযায়ে আত্হারে হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মাযারও অন্তর্ভূক্ত। উনাদের মাযারসহ ইমারত নির্মাণ ও আলীশান গম্বুজ তৈরী করার কাজ সাহাবা যুগেই সম্পাদিত হয়েছে। অলীগণের মাযারের উপর ইমারত নির্মানের দলীল এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে? এমন কাজকে নাজায়েয বলে ইবনে সামছ রাসুল ও সাহাবী দুশমনির প্রমান দিলো। সে নিজেই লা’নতের যোগ্য হয়েছে- অন্য কেউ নয়।

৬নং দলীল ঃ বোখারী শরীফ প্রথমখন্ড জানাযা অধ্যায়ে বর্নিত আছে- “উমাইয়া

খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালেকের যুগে (৮৬ হিজরী) একবার রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযা মোবারকের একদিকের দেওয়াল ধ্বসে গেলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উহা মেরামত শুরু করে দেন। মেরামতের সময় মাটি খনন কালে হঠাৎ করে একখানা পা মোবারক দৃষ্টিগোচর হলো। উপস্থিত সাহাবী ও তাবেয়ীনগণ মনে করলেন- ইহা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কদম মোবারক। কিন্তু সেখানে উপস্থিত সাহাবী হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা (হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আন্হার ভাগিনা) সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন -

لَا-وَاللّٰهِ مَا هِيَ قَدَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا هِيَ اِلَّا قَدَمُ عُمَرَ-

অর্থাৎ- “খোদার শপথ। ইহা রাসুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কদম মোবারক নয়- ইহা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কদম’’। (বুখারী শরীফ)

-উক্ত ঘটনার দ্বারা প্রমানিত হলো যে, সাহাবায়ে কেরামই সর্বপ্রথম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর রওযা মোবারক পাকা করেছিলেন। যদি মাযার পাকা করা নাজায়েয হতো- তাহলে সাহাবীগণ কখনই তা করতেন না। অতএব, মাযার পাকা করা সাহাবীগণেরই সুন্নাত।

অনেক সাহাবীই বিভিন্ন মাযার পাকা করেছিলেন। যেমনঃ হযরত ওমর(রাঃ) উম্মুল মোমেনীন হযরত যয়নব বিন্তে জাহাশ (রাঃ)-এর মাযারের উপর গম্বুজ নিমার্ণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে হযরত আয়েশা (রাঃ) মক্কা শরীফে তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)-এর মাযারের উপর গম্বুজ নির্মান করেছিলেন। তায়েফে অবস্থিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মাযার পাকা করেছিলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী ও হযরত আলী (রাঃ)-এর পুত্র মুহাম্মদ বিন হানফিয়া (রহঃ)। (দেখুন বিস্তারিত বিবরন “মুন্তাকা শরহে মোয়াত্তা এবং বাদায়ে সানায়ে।)

ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আন্হুর পুত্র দ্বিতীয় হাসান (রাঃ) ইনতিকাল করার পর তিনির বিবি তাঁর মাযারের উপর একটি কোব্বা তৈরী করেছিলেন এবং এক

BJS
BANGLADESH
JUBOSENA

বৎসর পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেছিলেন। কোন সাহাবী এতে বাধা দেননি। (বুখারী ১ম খন্ড কিতাবুল জানায়েয)।

সুতরাং, শুধু মুসলিম শরীফের নাম উল্লেখ করলেই হয় না- হাদীসও উল্লেখ করতে হয় অথবা অনুবাদ উল্লেখ করতে হয়। অতএব, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সামছের ১৪নং দাবী বাতিল বলে গন্য হবে। মনে হয়- সে একজন পাকা নবী বিদ্বেষী এবং তার মাথায় কিছু গোলমাল আছে।

(৬) হুযুর (দঃ)-এর কবরকেন্দ্রে মেলা বসানো প্রসঙ্গে

আব্দুল্লাহ্ ইবনে সামছ নাসায়ী ও আবু দাউদ-এর উদ্বৃতি দিয়ে বলেছে- নবীজী নাকি এরশাদ করেছেন "আমার কবরকেন্দ্রে মেলা বসাবেনা"- তার এই ধৃষ্টতামূলক অনুবাদ ডাহা মিথ্যা। হাদীস শরীফের এবারত হচ্ছে-

لَاتَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا–

অর্থাৎঃ "আমার রওযা মোবারককে দুই ঈদ্‌গাহের মত বানাইওনা"। এই হাদিসে **"ঈদগাহ্"** শব্দ এসেছে- মেলা নয়। মেলা হয় হিন্দুদের- যেখানে পূজাঅর্চনা করা হয় ও পাঠা বলী দেওয়া হয়। আল্লামা আবদুর রউফ মানাভী (রঃ) তার "তাইছির" গ্রন্থে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে- **"তোমরা আমার রওযা মোবারককে ঈদ্‌গাহের মত বিরান বানাইওনা এবং বৎসরে মাত্র দুদিনের জন্য সমাগমস্থলে পরিনত করোনা- বরং সদা-সর্বদা যাতায়াত করো এবং সর্বদা যিয়ারত করো"** (তাইছির- আল্লামা আঃ রউফ মানাভী)।

হাদীসের অন্তর্নিহীত ব্যাখ্যা ইহাই। সুতরাং, যারা রওযা মোবারকে সমাগম ও যিয়ারতকে 'মেলা' বলে ব্যাখ্যা করে- তারা মুসলমানই নয়। নবীজীর রওযা মোবারককে মেলা বলা জঘন্য কুফরী কাজ।

অন্যান্য অলীগনের মাযারে উরছ উপলক্ষে দোকান পাট বসে লোকজনদের খানাপিনা ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করার জন্য। এটাকে মেলা বলা হিন্দুদের স্বভাব। কোন মুসলমান এরূপ কথা বলতে পারে না। দেওবন্দী অনুসারী চরমোনাই, মানিকগঞ্জ এবং উজানীর বার্ষিক সভায় ভাতের দোকান বসে। কেননা, তারা কাউকে খাওয়া পরিবেশন করে না। তাই বলে কি এটাকে মেলা বলা যাবে? ওলীগণের মাযারে উরস উপলক্ষে বাজার বসলে এটাকে মেলা বলা এবং তাদের নিজেদের বার্ষিক মাহফিলে দোকানপাট বসানোকে বাজার বলা–

ওলী বিদ্বেষের পরিচায়ক। মাযার যত বেশি যিয়ারত করবে- দোয়া তত বেশি কবুল হবে। ইহাই শরিয়াতের মাছআলা। (১৪ নম্বরেই ৬টি মাছআলা সে উল্লেখ করেছে)।